



104434 - নামাযে যবে ব্যক্তি ইফতরািশ পদ্ধতিতে বসতে পারে না সে কভাবে বসবে?

প্রশ্ন

নামাযে যবে ব্যক্তি ইফতরািশ পদ্ধতিতে বসতে পারে না এই অজুহাতে যবে, এটি কষ্টকর; সে কভাবে বসবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামাযে তনি স্থানে ইফতরািশ পদ্ধতিতে বসা মুসল্লির জন্য মুস্তাহাব:

১। দুই সজেদার মাঝখানে।

২। যদি দুই তাশাহুদ বশিষ্টি নামায হয় তাহলে প্রথম তাশাহুদে বঠেক।

৩। যদি এক তাশাহুদ বশিষ্টি নামায হয়; যমেন দুই রাকাতবশিষ্টি নামায; তাহলে তাশাহুদে বঠেক।

ইফতরািশ মানো: ডান পায়রে আঙুলরে ওপর পায়রে পাতাকে খাড়া করে রেখে বাম পাকে বহিয়ে এর উপরে বসা।

এক্ষত্রে নারীর বসাও পুরুষের মত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “তোমরা আমাকে যভাবে নামায পড়তে দেখে সভাবে নামায পড়।”[সহিহ বুখারী (৬৩১)] নর-নারী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করছে।

এভাবে বসা নামাযের একটি সুন্নত আমল; ওয়াজবি নয়। যবে ব্যক্তি এভাবে বসল সে এর সওয়াব পাবনে। আর যবে ব্যক্তি এভাবে বসতে পারল না; তার কোন গুনাহ হবে না।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (৬/৪৪৬) এসছে: “সুন্নত হলো ব্যক্তি দুই সজেদার মাঝখানে তার বাম পাকে বহিয়ে এর উপর বসবে; আর ডান পাকে খাড়া করে রাখবে। প্রথম তাশাহুদে বঠেকও এভাবে করবে। আর শেষে তাশাহুদে বঠেকের ক্ষত্রে সুন্নত হলো: তাওয়ারবুক পদ্ধতিতে বসা। সটো হলো: বাম পায়রে পাতাকে ডান পায়রে গোছার নীচে রেখে নতিম্বরে ওপর বসা। এগুলো সব মুস্তাহাব। যদি কোন মুসল্লি প্রথম বঠেক তাওয়ারবুক করনে, আর শেষে বঠেক ইফতরািশ করনে তাতে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে না।”[সমাপ্ত]

যদি কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যবান হওয়ার কারণে ইফতরািশ পদ্ধতিতে বসতে না পারনে কথি বা বসতে গিয়ে তার পায়রে পাতায়



ব্যথা হয়... কথিবা অন্য কোন কারণে বসতে না পারনে; তাহলে তার সুবধিমত পদ্ধতিতে বসতে কোন আপত্তি নাই। যহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর”।[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] এবং যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশে দিই তাহলে তোমরা সাধ্যমত সটে পালন করবে।”[সহিহ বুখারী (৭২৮৮) ও সহিহ মুসলিম (১৩৩৭)]

‘আসনাল মাতলবি’ কতিব (১/১৬৪) বলা হয়েছে: “নামাযের বঠেকগুলোতে যভেবহেই বসুক না কেন; আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো শেষে বঠেকগুলোতে তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসা; আর অন্য বঠেকগুলোতে ইফতরিশ পদ্ধতিতে বসা।”[সংক্ষেপে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।